Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা
মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# ধর্মীয় দলাদলির উৎপত্তি

**শায়খপড বই**

**শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত**

ধর্মীয় দলাদলির উৎপত্তি

**প্রথম সংস্করণ। ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।**



শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

# সুচিপত্র

[সুচিপত্র]

[স্বীকৃতি]

[কম্পাইলারের নোটস]

[ভূমিকা]

[ধর্মীয় দলাদলির উৎপত্তি]

[ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক]

[অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া]

# স্বীকৃতি


সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

# কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

# ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে ধর্মীয় দলগুলোর উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ২১৩-২১৪ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

*“মানুষ [বিচ্যুতির আগে] একই ধর্মের ছিল; তারপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের সাথে সত্য ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিল তার বিচার করতে পারে। আর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউই এতে মতবিরোধ করেনি - স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর - নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে সত্য পথে পরিচালিত করেছেন, যার বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। নাকি তোমরা মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এমন [পরীক্ষা] এখনও আসেনি যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল? তাদেরকে দারিদ্র্য ও কষ্ট স্পর্শ করেছিল এবং তারা কাঁপতে*

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

# ধর্মীয় দলাদলির উৎপত্তি

## দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২১৩-২১৪

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

*“মানুষ [বিচ্যুতির আগে] একই ধর্মের ছিল; তারপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের সাথে সত্য ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিল তার বিচার করতে পারে। আর স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউই এতে মতবিরোধ করেনি, নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের সত্য পথে পরিচালিত করেছেন, তাদের মতবিরোধের বিষয়ে, তাঁর অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”*

*নাকি তোমরা মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এখনও এমন কিছু আসেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল? তাদের উপর দারিদ্র্য ও কষ্ট এসেছিল এবং তারা কাঁপতে শুরু করেছিল, এমনকি তাদের রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারাও বলেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?" নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"*

মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে ইসলামের সামগ্রিক বার্তা নতুন কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি প্রাচীন বার্তা ছিল যা ইতিহাস জুড়ে বহুবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল মানবজাতিকে একটি নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করা যাতে তারা ঐক্য, ন্যায়বিচার, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

" *মানুষ [বিচ্যুতির আগে] একই ধর্মের ছিল; তারপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের সাথে সত্য ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিল তার বিচার করতে পারে..."*

ঐশ্বরিক আচরণবিধি ছাড়া ঐক্য, ন্যায়বিচার, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ এই জিনিসগুলি অর্জনের জন্য মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান না থাকায় তারা কোনও ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের উপর তাদের তৈরি আচরণবিধির পরিণতি সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আজও মানবজাতি মানুষের মন এবং শরীরের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি, তাহলে তারা কীভাবে এমন আচরণবিধির পরামর্শ দিতে পারে যা মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য অর্জন করবে যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে? এই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানুষের প্রকৃতির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা চিরন্তন, তিনিই হলেন যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের এবং অন্য সবকিছু সম্পর্কে সবকিছু জানেন, যথা, মহান আল্লাহ। এটি একটি বাস্তবতা যা ইতিহাস জুড়ে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের বেশিরভাগ অংশই ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এমন সমাজে পরিপূর্ণ এবং এটি স্পষ্ট যে কীভাবে সেই সমাজগুলি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হলেও কখনও মানসিক শান্তি এবং ন্যায়বিচার পায়নি। অন্যদিকে, ইতিহাসে যে কয়েকটি সমাজ ঐশ্বরিক শিক্ষা

সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা ন্যায়বিচার, ঐক্য এবং মানসিক শান্তি অর্জন করেছিল। সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং ঐক্যের ক্ষেত্রে , মানুষের দ্বারা তৈরি আচরণবিধি সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং একদল লোককে অন্য দলের উপর পছন্দ করবে, যেমন ধনীদের অন্য সকলের উপর পছন্দ করা। এছাড়াও, সমাজের মধ্যে মানবসৃষ্ট আইন তৈরি এবং বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ পরিণতি মানুষের অদূরদর্শিতার কারণে অজানা, এমনকি যদি সমাজের উপর নতুন আইনের প্রভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। একমাত্র যিনি একটি নিরপেক্ষ আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যার মাধ্যমে প্রতিটি আইন বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী হবে, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তিনি হলেন মহান আল্লাহ, মহান।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

"... *এবং স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউ এতে মতবিরোধ করেনি, নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে...*"

যখনই মানুষ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব অর্জন, অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মতবিরোধ, চ্যালেঞ্জ এবং ঐশ্বরিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে। এর ফলে অনৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং সমাজের বাকি অংশ সঠিক ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, কারণ প্রতিটি ঈর্ষান্বিত পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের নিজস্ব দল তৈরি করে, যাতে তারা নেতৃত্ব পেতে পারে। একজন মুসলিমকে এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ২৩ নম্বর অধ্যায় আল মু'মিনুন, আয়াত ৫২-৫৩:

*"আর নিঃসন্দেহে তোমাদের এই ধর্ম একই ধর্ম, আর আমি তোমাদের প্রভু, তাই আমাকে ভয় করো। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, মানুষ] তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে [অর্থাৎ, উপদল] - প্রতিটি দল, যা আছে তাতেই আনন্দিত।"*

পূর্ববর্তী জাতিগুলি ধর্মের মধ্যে একটি শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যাতে তারা নেতৃত্ব এবং সম্পদ অর্জন করতে পারে। তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে দ্বাররক্ষী হিসেবে আচরণ করত এবং স্পষ্ট করে দিত যে তারা কেবলমাত্র অন্ধভাবে অনুসরণ এবং তাদের সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। মুসলিম জাতিও এইভাবে আচরণ করেছিল যখন তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বিভেদে না পড়ে বরং আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে যা তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখত। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৫:

*"আর তাদের মতো হয়ো না, যারা স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"*

মূল আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেখানে পথপ্রদর্শক ছিলেন যারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে পরিচালিত সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। তারা এমন দ্বাররক্ষীর মতো কাজ করেননি যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য লোকেদের সন্তুষ্ট করার দাবি

করেছিলেন। একজন মুসলিমকে ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য এই মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষক খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

একজন মুসলিমের উচিত সেই ধরণের আলেমদের এড়িয়ে চলা যারা তাদের নিজস্ব দলাদলি প্রচার করে এবং লোকেদের তাদের সাথে যোগ দিতে উৎসাহিত করে এবং অন্ধভাবে তাদের আচরণবিধি অনুসরণ করে। পরিবর্তে, একজন মুসলিমকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সঠিক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা সমাজের মধ্যে ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

*"...আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে ঈমানদারদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল..."*

কিন্তু এই নির্দেশনা কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত যারা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলে এবং খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

*"...আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"*

এবং ১২ নম্বর অধ্যায় ইউসুফ, ১০৮ নম্বর আয়াত:

*"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."*

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

"... *এবং স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউ এতে মতবিরোধ করেনি, নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে..."*

মানুষ, বিশেষ করে সমাজের পণ্ডিত এবং নেতারা যখন মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করে, তখন ঈর্ষা যা অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করে তা এড়ানো যায়। এর অর্থ হল, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটি সমাজের মধ্যে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং ঐক্যের বিস্তার নিশ্চিত করবে। এবং এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে। কিন্তু যদি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাহলে তারা যা কিছু পাবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর শক্তি থেকে বাঁচতে পারবে না এবং তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারবে না। অধ্যায় ৯, তওবার আয়াত ৮২:

*"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"*

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

*"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"*

একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে তার মনোভাব সরাসরি আল্লাহর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ তিনিই একমাত্র মানুষের মধ্যে পার্থিব আশীর্বাদ বন্টনের সিদ্ধান্ত নেন। অতএব, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদানের পরিবর্তে ভুল করেছেন। এই কারণেই ঈর্ষা একটি মহাপাপ। একজন মুসলিমের উচিত, বরং তাকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা এমনভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা যাতে সে আল্লাহকে খুশি করে, কারণ সে জানে যে তাকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা তার জন্যই সর্বোত্তম এবং অন্যদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তার জন্যই সর্বোত্তম। এটি

তাকে ঈর্ষার মন্দ পরিণতি, যেমন মানসিক চাপ এবং উভয় জগতের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৩:

*"...আর স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউ এতে মতবিরোধ করেনি, নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে। আর যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুমতিক্রমে সত্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"*

নবীগণ, সালাম, এবং ঐশী গ্রন্থ প্রেরণের মাধ্যমে প্রতিটি প্রজন্মের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর, মানুষ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। যখন এটি ঘটেছিল, তখন তাদের মধ্যে ঘর্ষণ এবং দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল, তাই, মহান আল্লাহ, মুসলমানদের এই দ্বন্দ্বের সময় দৃঢ় থাকতে উৎসাহিত করেন, কারণ এটি ঈমান এবং কুফরের মধ্যে একটি প্রাচীন যুদ্ধ যা অনিবার্যভাবে প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে ঘটে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৪:

" *অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এখনও এমন পরীক্ষা আসেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল?"*

অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো, ইসলাম এমন দাবি করে না যে তার অনুসারীদের পৃথিবীতে জান্নাত এবং পরকালে জান্নাত দেওয়া হবে। বরং, এটি স্পষ্ট করে যে বিশ্বাস গ্রহণের সাথে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, কারণ এই পরীক্ষাগুলিই একমাত্র উপায় যা স্পষ্ট করে যে কে প্রকৃত ঈমানের অধিকারী এবং কে অসম্পূর্ণ। ঠিক যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয় কোন শিক্ষার্থীর স্নাতক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে রয়েছে এবং কোন শিক্ষার্থীর নেই তা নির্ধারণ করার জন্য। যদিও মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই জানেন যে কে প্রকৃত ঈমানদার, তবুও তিনি তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন না, বরং তিনি তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন। অতএব, একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কর্মকে প্রকাশ করার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 179:

*"আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই [অবস্থায়] রাখবেন না যেখানে তোমরা [বর্তমানে] আছো যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন..."*

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২১৪:

" *অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এখনও এমন পরীক্ষা আসেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল?"*

অধিকন্তু, পরীক্ষা ছাড়া, এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

*"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."*

পরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের উভয় দিকই উপলব্ধি করা যায়: স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এবং কঠিন সময়। পরীক্ষা হলো স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কঠিন সময় ধৈর্য ধরা। কৃতজ্ঞতা হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আন্তরিকভাবে ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে খুশি করার জন্য একটি ভালো নিয়ত গ্রহণ করা, কারণ মানুষের জন্য কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করবেন না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, জেনে রাখা যে তিনি যা ভালো তা বেছে নেন। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

*"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"*

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় এবং প্রতিটি প্রজন্মের প্রতিটি ব্যক্তিই এর মুখোমুখি হয়েছেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৪:

*"অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এখনও এমন [পরীক্ষা] আসেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল? তারা দারিদ্র্য ও কষ্টে আক্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের কাঁপানো হয়েছিল, এমনকি [তাদের] রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তারাও বলেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?"..."*

এই বাস্তবতা বোঝা এই পৃথিবীতে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া সহজ করে তোলে, কারণ সমগ্র মানবজাতি কোন না কোনভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত এমন আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এড়িয়ে চলা যেখানে তারা এমন আচরণ করে যেন তারা কেবল তারাই সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের দিকেও নজর দেওয়া উচিত, যাতে সকল মানুষ, বিশেষ করে যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের চেয়েও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়। এটি ধৈর্য ধারণে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে আরও বড় সমস্যা দিয়ে পরীক্ষা না করার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের ক্ষমতার বাইরে পরীক্ষা করেন না, তাই ধৈর্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ার কোনও অজুহাত নেই। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

*"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."*

যেহেতু জীবনের পরীক্ষা নির্ধারিত, তাই কেউ তা এড়াতে পারে না। ৫৭তম অধ্যায় আল হাদিদ, আয়াত ২২-২৩:

*" পৃথিবীতে অথবা তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, যা আমরা তা সৃষ্টি করার আগেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে - অবশ্যই, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য [গর্বে] আনন্দিত না হও..."*

অতএব, একজন ব্যক্তি হয় কঠিন সময়ে অধৈর্যতা দেখাতে পারে এবং অগণিত পুরস্কার হারাতে পারে অথবা ধৈর্য ধরে সেই অসুবিধা অনুভব করতে পারে এবং অগণিত পুরস্কার পেতে পারে। যেভাবেই হোক, তারা অনিবার্য অসুবিধার মুখোমুখি হবে, তাই এর মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার অর্জন করা যুক্তিসঙ্গত। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

*"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"*

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ সকল মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর সাহায্য এবং সমর্থন সর্বদা নিকটবর্তী, বিশেষ করে যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করার চেষ্টা করে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২১৪:

*"...যতক্ষণ না তাদের রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলল, "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?" নিঃসন্দেহে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"*

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সাহায্য এবং সমর্থন সর্বদা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান অনুসারে হয়। অতএব, তাঁর সাহায্য সংশ্লিষ্টদের জন্য সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে আসে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ঐশ্বরিক সাহায্য একজন ব্যক্তির প্রত্যাশা অনুযায়ী আসে না, কারণ তাদের জন্য সর্বোত্তম কী তা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

*"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"*

দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং প্রায়শই ভাগ্য এবং আল্লাহর কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়ার সমালোচনা করে, যখন তাদের ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য তাদের কাছে আসে না। এই বাস্তবতা বোঝা এবং গ্রহণ করা নিজেই একটি পরীক্ষা যা মুসলমানদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে যদি তারা ধৈর্য এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বজায় রাখতে চায়, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

*"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"*

# ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

## অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod